দৈনিক বাংলা

186

তারিখ 29 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ৪

মুলতবী প্রস্তাব নিয়ে তিনঘন্টা আলোচনা

ঢাকা ভার্সিটির ঘটনা নিয়ে সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের উদ্বেগ

।। বিশেষ সংবাদদাতা ।।

গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুদল ছাত্রের বন্দুক যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আনীত একটি মুলতবী প্রস্তাব নিয়ে গতকাল জাতীয় সংসদে পৌনে তিন ঘন্টা আলোচনা হয়। প্রস্তাবটি বিধিমোতাবেক আলোচনায় পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত আলোচনার যাবতীয় কার্যবিবরণী শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত প্রস্তাবে বিশেষ কমিটিকে তার বিবেচ্য বিষয় অনুযায়ী যথাশীঘ্র সম্ভব প্রতিবেদন পেশ করার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দল ছাত্রের বন্দুক যুদ্ধ সম্পর্কে জনাব রাশেদ খান মেনন আনীত মুলতবী প্রস্তাবটি গতকাল হাউসে আলোচনার উদ্দেশে গ্রহণের জন্য পেশ করা হলে বিনা আপত্তিতে তা গৃহীত হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে পূর্ব

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

সংসদে উদ্বেগ

(প্রথম পৃঃ পর)

দিনের অসমাপ্ত আলোচনা স্থগিত রেখে মুলতবী প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হয়। সংসদের উপনেতা ও বিরোধী দলের উপনেতাসহ উভয় পক্ষের ২৫ জন সদস্য এই আলোচনায় অংশ নেন। পৌনে তিনঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় সরকার ও বিরোধীদল উভয় পক্ষের সদস্যরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিরোধীদলের সদস্যরা এই সন্ত্রাস দমনের প্রধান দায়িত্ব সরকারের বলে উল্লেখ করে এ ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ উত্থাপন করে। অপরদিকে সরকারী দলের সদস্যরা সন্ত্রাস দমনে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুক যুদ্ধ সম্পর্কে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে ২২টি মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়।

জনাব মেনন তার প্রস্তাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন যে রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক যুদ্ধে ২ জন ছাত্র নিহত ও অসংখ্য আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে কারফিউ জারী করা হয়েছে। পরীক্ষা ক্লাস স্থগিত। এই ঘটনা কোন ছাত্রদের শিক্ষাজীবন নয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হলেও পরিস্থিতির কোনই উন্নতি হয়নি। সংসদীয় কমিটিরও কোন বৈঠক হয়নি।

গতকাল এই আলোচনায় সংসদ নেত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী কেউই হাউসে উপস্থিত ছিলেন না।

আলোচনার ইতি টেনে সংসদের উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, আমরা এই মুহূর্তে সন্ত্রাসের শেষ দেখতে চাই। আর যেন একটি বারও সন্ত্রাসী ঘটনা না ঘটে এবং আমরা যেন আমাদের ওয়াদা পূরণ করতে পারি।

ডাঃ চৌধুরী মুলতবী প্রস্তাবের আলোচানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করেন। এই সরকার সমাধান খুঁজে বের করতে চান। সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না।

আওয়ামী লীগের কোন কোন সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে যে অভিযোগ করেছে উপনেতা তা সত্য নয় বলে জানান। তিনি বিএনপি সদস্য জনাব আমানউল্লাহ আমান সম্পর্কে অনুরূপ অভিযোগের কথাও অসত্য বলে উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেন।

সন্ত্রাসীদের পরিচয় দেশবাসী জানতে চায় বলে বিরোধীদলের জনৈক সদস্যের উক্তির জবাবে ডাঃ বি, চৌধুরী বলেন, এদের পরিচয় দেশ জানে। অচিরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেবেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সম্পর্কে জামায়াত নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্যের জবাবে উপনেতা তাকে আয়নায় নিজের চেহারা দেখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের ইতিহাস লজ্জার ইতিহাস।

বিরোধী দলের উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ অভিযোগ করেন যে বিএনপি একটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছে—তা হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র সন্ত্রাসের রেকর্ড ভঙ্গ করা। তিনি অভিযোগ করেন যে সংসদ সদস্যদের লাল পাসপোর্ট দেয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনী ডালিম কূটনৈতিক পাসপোর্ট নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার ওপর গুলি বর্ষণের ঘটনার তদন্ত না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস দমনের পরিকল্পনা সংসদকে জানানোর জন্য দাবী জানান।

জামায়াত নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুক-যুদ্ধের সময় পুলিশের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করেন।

তিনি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য এই সংসদে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করার জন্য আহবান জানান।

জাতীয় পার্টির নেতা জনাব মওদুদ আহমদ বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন পর্যায়েই সন্ত্রাস এত ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। তিনি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, সারাদেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। সারাদেশের প্রতি এটা হুমকি স্বরূপ। তিনি এর বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি সকল দলকে একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে কাজ করতে বলেন। সন্ত্রাসীদের কোন দলেই যেন আশ্রয় দেয়া না হয় তিনি সে বিষয়ের প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দলমত নির্বিশেষে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত করার আহবান জানান। এই আলোচনায় অন্যান্য যারা অংশ নেন তারা হলেন সর্বজনাব শেখ সেলিম (আঃলীগ), মনিরুল হক চৌধুরী (জাপা), মশিউর রহমান (বিএনপি), শেখ আনসার আলী (জামাত), শামসুদ্দোহা (সিপিবি), আশরাফ হোসেন (বিএনপি), বেগম মতিয়া চৌধুরী (আঃলীগ), সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী (এনডিপি), শাজাহান সিরাজ (জাসদ), ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া (বিএনপি), মোহাম্মদ নাসিম (আঃলীগ), সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (গণতান্ত্রিক পার্টি), বেগম ফরিদা রহমান (বিএনপি), তোফায়েল আহমদ (আঃ লীগ), আবদুর রাজ্জাক (আঃলীগ), আমানউল্লাহ আমান (বিএনপি), আসাদুজ্জামান (আঃলীগ), এম এ মতিন (বিএনপি), সালাহউদ্দিন ইউসুফ (আঃলীগ), আকবর হোসেন (বিএনপি)।

সংসদের বৈঠক আজ বিকেল ৪-৩০ মিঃ পুনরায় বসবে।